অভী চৌধুরী। পুরো নাম ফজলে এলাহি চৌধুরী। জন্ম ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪। বাবা হুমায়ূন কবীর, মা মাহবুবা খাতুন। মুন্সীগঞ্জ জেলায় শ্রীনগরের মজিদপুর দয়হাটা গ্রামে তাঁর বাড়ি। গ্রামের স্কুলে মাধ্যমিক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর। আপাতত ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। সম্প্রতি 'রবীন্দ্রনাথের গান: গানের তথ্য ও গানের সত্য' শিরোনামে এমফিল গবেষণা করছেন। তাঁর স্নাতকোত্তর গবেষণার বিষয়ও ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, যা ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার ফল বলে তিনি মনে করেন।

ভাষাদর্শন নিয়ে অধ্যয়নে তাঁর ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শব্দার্থ: ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিক অনুসন্ধান' নিয়েও তিনি গবেষণা করছেন।

প্রকাশিত কবিতার বই: 'অবেলার গান' (সবুজপত্র প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৮)।

এই রচনাটির অধিকাংশ প্রথম প্রকাশিত হয় সন্‌জিদা খাতুন সম্পাদিত ছায়ানটের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে'র বিশেষ ভাষা সংখ্যায় (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪১৬, জানুয়ারি ২০১০)। পরে, আরও খানিক অংশ সংযোজিত হয়ে এই বইয়ে প্রকাশিত হল।

অভী চৌধুরী

নিহিতার্থের খোঁজে

অনুকথন: সুহৃদকুমার ভৌমিক

মনফকিরা

www.monfakira.com

অভী চৌধুরী
নিহিতার্থের খোঁজে
প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১১
স্বত্ব সংরক্ষিত
ISBN: 978-93-80542-26-3
প্রকাশক: মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত,
ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায়: ১৬ কানাই ধর লেন ও ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন: ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১, ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২,
৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট: www.monfakira.com
ব্লগ: http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক: https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/
ই-মেল: monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.pub@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in
গ্রন্থসজ্জা হরফবিন্যাস ও প্রচ্ছদভাবনা: মনফকিরা
মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯
৬০ টাকা

ঝুমুর আহমেদ ও প্রিয় কলকাতা'কে

মানুষের ভাষা সামাজিক সম্পদ। আবার, ভাষা-সম্পন্ন মানুষ প্রত্যেকে আলাদা। তার মহিমা এবং স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাক, এটা সে চায়। মানুষের অনুভূতি এতটাই ব্যক্তিক যে তার জন্য আলাদা ব্যক্তিক ভাষা দরকার। কিন্তু স্বতন্ত্র শব্দ, স্বতন্ত্র ভাষা আমরা পাব কোথায়? আর তা পাই না বলেই সামাজে প্রচলিত শব্দের মধ্যেই আমরা ব্যক্তিক আকাঙ্ক্ষাকে, অনুভূতিকে পুরে দিই। কেবল 'তা পাই না বলেই' এমনটি নয়; মানুষের একান্ত ভাষা, যা তার অনুপুঙ্খ অনুভূতির বাহন হতে পারত, তা নিশ্চিত ভাবেই অপরের কাছে 'হায়ারোগ্লিফিক্স'-এর মতো দুর্বোধ্য হবে, এবং এতে তার ভাব প্রকাশের লক্ষ্য ব্যর্থ হবে বলেই সামাজিক ভাষার মধ্যে মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণার প্রতিবর্ণ খুঁজে নেয়। ফলে আমরা যা বলতে চাই, তা আমাদের ব্যবহৃত ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে মনে করি। আমরা যে-রংটা দেখি, অন্য কেউ সেই রংটাকে একই রকম দেখল বলে ভেবে নিই, আসলে তা নয়। একটি শব্দ উচ্চারণ করলে প্রতিটা মানুষের চোখে আলাদা-আলাদা ছবি ভাসে। যদি বলি 'দস্যু', তা শোনা মাত্রেই ভিন্ন-ভিন্ন মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন 'দস্যু' দেখতে পান। অর্থাৎ আমি যা বলছি, তার অর্থব্যঞ্জনা ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ফলে 'ভাষা' কেবল অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থকই নয়; আরও বেশি কিছু : অনেক বেশি রহস্যময়। আরও রহস্যময়, সভ্যতার সমবয়সী আমাদের এই ভাষিক-যোগাযোগ।

১.

প্রতিটা মানুষেরই শব্দচয়ন, বাক্যিক গঠন, অনুভূতির পূর্ণায়তন বিন্যাস আলাদা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ শব্দে যা বলেন, তার বর্ণরূপ আমরা দেখে থাকি। অথচ রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন, আর আমরা যা বুঝে নিয়েছি, তা এক হতে পারে না কখনও। সাধারণত এমন হয় যে, কবিতা সরাসরি কিছু বলে না। আবার এমনও হয় যে, কবিতা সরাসরিই বলছে, আমাদের সরাসরি কবিতাকে বুঝে নেবার সুযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা কখনও বা গ্লানি নিয়ে আসে, যখন কবির অভিপ্রায়ের উলটো কোন কিছু বুঝে নিয়ে সেই বুঝে নেওয়াকে আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি। ১৯ শ্রাবণ ১৪০২ 'সংবাদ' পত্রিকায় এক অধ্যাপক 'রবীন্দ্র চরিত রহস্য' নামের একটি রচনায় 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে' উপশিরোনামে বলতে চেয়েছেন, 'কবিকে তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া যাবে না, তাঁর জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, আত্মপরিচয় তাঁর জীবনের কাছ থেকে অধ্যাত্মচেতনার দিকে ধাবিত. . .।' আর ভাদ্র ১৪০৭-এ সেই অধ্যাপককে অনুসরণ করেছিলেন তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকা একজন স্নাতকোত্তর গবেষক। শঙ্খ ঘোষ ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় জানিয়েছেন, 'একই ধরনের ভুল মানবেন্দ্রও করেছিল!'

এ বার আমরা কবিতাটির ('উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের ২১ নং কবিতা) শেষাংশ লক্ষ করব, যেখান থেকে ঐ বাক্যটি তুলে নেওয়া হয়েছিল:

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

এই 'তাহার' যে কবির সর্বনাম নয়, এটা বুঝতে কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে এমন হতে পারে, আমাদের সমূহ অর্ধমনস্কতার কারণে প্রাসঙ্গিক বানিয়ে কবিতার শেষ লাইনকে জুড়ে দিতে পেরেছি কবিতাটির প্রথম দিকের এই লাইনগুলোর সঙ্গে—

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,

আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।

প্রকৃতপক্ষে, তাৎক্ষণিক ভাবে নিজেকে, কবিতাকে, কিংবা যে-কোন শিল্পকে বুঝে নেওয়াটাই দ্ব্যর্থক হতে পারে। এমনটিই হয়তো হয়েছে ঐ অধ্যাপকের ক্ষেত্রে। অর্ধমনস্কতাও হয়তো এর একটি কারণ হতে পারে। আবার, এমনও তো হয় যে, মানুষকে, নিজেকে, যে-কোন শিল্পকে মুহূর্তের-কোন-বুঝে-নেওয়াটাই সার্থক হয় কখনও, সেটা তাৎক্ষণিক হতেও পারে, আবার তা না-ও হতে পারে। একবার কবি খালেদ হোসাইন জানালেন, 'এত বার পড়েছি অরুণকুমার সরকারের ঐ কবিতাটা, কিন্তু এমন কখনও হয়নি যা সেদিন পড়তে গিয়ে হয়েছিল। 'যদি মরে যাই/ ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই' উচ্চারণ করতেই চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল।' তবে কি কবিতা পড়বারও কোন মুহূর্ত থাকে, যেমনটি থাকে কবিতা রচনার মুহূর্ত?

২.

শব্দস্থিত ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনি আলাদা ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। যদি এমনও হয় যে, ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনি বহনকারী একাধিক শব্দ সমার্থক, তবুও তারা একই রকম অনুভূতিতে নিয়ে যেতে পারে না কখনও। 'নদী', 'স্রোতস্বিনী', 'তরঙ্গিণী' শব্দগুলির একই অর্থ রয়েছে বলে মনে করা হলেও, ধ্বনিবিন্যাসের পার্থক্য থাকায় শব্দগুলো কখনও পুরোপুরি একই ছবি নিয়ে আসে না আমাদের মনে। আবার এমনও হয়, ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনি বহন করছে এমন বিপরীতার্থক শব্দ পরিস্থিতির কারণে সমার্থে নিজেদেরকে প্রতিস্থাপন করছে। এমনকী প্রতিকূল শব্দ পরিস্থিতিগত কারণে আনুকূল্য নিয়ে আসে। একবার প্রিয় মানুষকে ভালোবাসার কথা জানাতে গিয়ে তার কাছ থেকে 'যাহ্!' শুনে মন খারাপ করে চলে এসেছিলেন কেউ। তিনি তখনও বুঝতে পারেননি, এই 'যাহ্!' মানে 'আহ্!'।

৩.

ইঙ্গিত-ভাষা আন্তর্জাতিক এবং সুনিশ্চিত হলেও ইঙ্গিত মাত্রই অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক হতে পারে। যাঁরা ASL (American Sign Language) জানেন, আর যাঁরা BSL (British Sign Language) জানেন, তাঁদের পারস্পরিক যোগাযোগ অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা ছড়াবে। কারণ, বেশ কিছু ইঙ্গিত মিলে যাবে, আবার ASL-এর কোন একটি ইশারা BSL-এ অন্য কোন অর্থ বহন করবে কখনও। আবার যদি এমন হয় যে, ইঙ্গিত-ভাষা জানেন এমন একজন বাক্‌শক্তিহীন এবং একজন বাক্‌শক্তিসম্পন্ন (নিজেদের মতো করে সমাজে প্রচলিত ইঙ্গিতের ভাষা বোঝেন এমন) একসাথে রয়েছেন। তাঁরা যখন পরস্পরকে বুঝে নিচ্ছেন ইঙ্গিতে, তখন একে অপরকে যা বলতে চাইছেন তা আংশিক বাহিত হবে, ইঙ্গিত ঠিকঠাক পৌঁছবে না। আর একই ইঙ্গিত-ভাষা জানেন, এমন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সুনিশ্চিত যোগাযোগটিও সেই ইঙ্গিত-ভাষাটির সম্ভব-সর্বোচ্চ আয়ত্ত করবার এবং তা ব্যক্ত করবার সামর্থ্যের মধ্যে নিহিত রয়ছে। যা অসম্ভব নয়, কিন্তু দুরূহ।

৪.

প্রকৃতপক্ষে প্রতি উচ্চারণেরই একটা লক্ষ্য থাকে। বক্তা যখন বলেন, তখন তাঁর কাছে তা নির্দিষ্ট অর্থবোধক। কারণ তাঁর বলবার ভাষার সঙ্গে তাঁর চেতনার প্রত্যক্ষতা থাকে; শ্রোতার দিক থেকে একই রকম কোন সংযোগ ঘটা সম্ভব নয়। তাই বক্তা যা বলছেন আর শ্রোতা যা শুনছেন, তা সূক্ষ্ম বিবেচনায় এক হতে পারে না। ফলে, আমরা যে যার মতো করে বলি, আর যে যার মতো করে বুঝে নিই। তাই 'ভালোবাসা' শব্দটি বুঝে নেবার আগে কেবলই ধ্বনিগুচ্ছ, আর বুঝে নেবার পরে তা অনেকার্থক।

৫.

আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত, বুদ্ধির অগোচর কিছু বিষয় ঘটতেই পারে, যা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। ফলে তেমন কোন বিষয় আমরা

তাৎক্ষণিক ভাবে বুঝে নিতে পারি না ঠিকঠাক। এমনই এক পরিস্থিতি, যেখানে একজন নারী তার কোন পুরুষ-সঙ্গীকে বলছেন, 'ঘুম ভেঙে গেল এই দুঃস্বপ্ন দেখে যে, ঘুম থেকে উঠে আমি তোমাকে আর দেখতে পাব না; তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে চলে গেছ!' তখন আমরা কেউ-কেউ একাত্ম হতে পারি, বুঝে নিতে পারি বাক্যটিকে; কেউ-বা স্তম্ভিত হয়ে যাই, বুঝে নিতে সময় লাগে অনেক।

একবার মায়াকোভস্কি মস্কোগামী ট্রেনের কামরায় একাকী তরুণীকে অভয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তো মানুষ নই, আমি এক ট্রাউজার-পরা মেঘ'। বলেই তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, তাঁর চেতনায় বিঁধে-যাওয়া ঐ সম্ভাবনাময় শব্দগুচ্ছ মেয়েটি ব্যবহার করে ফেলবে কিনা, এই কথা ভেবে। মায়াকোভস্কির এই ভয় পাবার কারণ অনেকের কাছেই অমূলক মনে হতে পারে। আর যাদের অভিজ্ঞতায়, বুদ্ধির গোচরে রয়েছে যে লেখকদের অনেকেই অপরের চিন্তাকে, সম্ভাবনাময় শব্দগুচ্ছকে জেনে ফেললে অবলীলায় ব্যবহার করে ফেলতে পারেন, নিজের করে নিতে পারেন, তাঁরাই কেবল মায়াকোভস্কির এই ভয়কে বুঝতে পারবেন।

৬.

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা 'প্রেমের কবিতা' (প্রকাশকাল ১৯৯৪, সময় প্রকাশনী) বইটি উৎসর্গ করেছেন এ ভাবে: 'যাকে ভালোবাসতাম/ যাকে ভালোবাসি/ যাকে ভালোবাসবো'। আমরা এই উৎসর্গপত্র থেকে বুঝে নিতে পারি যে, তাঁর ভালোবাসার এই মানুষগুলো হতে পারে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, মানে তিন জন; দু'জন (যাকে ভালোবাসতাম, যাকে ভালোবাসি একই ব্যক্তি, আর যাকে ভালোবাসব সে অন্য কেউ); দু'জন (যাকে ভালোবাসতাম আর যাকে ভালোবাসব তারা একই ব্যক্তি, যাকে ভালোবাসি সে ভিন্ন কেউ); দু'জন (যাকে ভালোবাসতাম সে একজন আর যাকে ভালোবাসি আর ভালোবাসব সে অপর জন)। অথবা একজন: যাকে তিনি ভালোবাসতেন, ভালোবাসেন এবং ভালোবাসতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এর সঙ্গে 'নারী' এবং 'পুরুষ' মাত্রাকে বিবেচনা করে বিন্যাস-সমাবেশ করলে আরও অনেক রকমের অর্থ দাঁড়াবে এই উৎসর্গপত্রের। আবার কবিকে কাছে পেলেও এই উদ্দিষ্ট কারা, তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়; কারণ

যাকে তিনি ভালোবাসতেন, আর যাকে ভালোবাসেন তার/তাদের কথা তিনি জানলেও, যাকে ভালোবাসবেন তাকে তিনি জানেন না, এমনও হতে পারে, অথবা তা জানা থাকলেও তা বদলে যেতে পারে।

৭.

ধ্বনিখণ্ডের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আমরা লিখিত ভাষায় পুরোপুরি আরোপ করতে পারি না। শব্দ বস্তু বা অনুভূতিকে সূচিত করতে চায়। কিন্তু ঐ অনুভূতিকে কারও কাছে পৌঁছে দিতে না-পারলে আমরা তাকে আলোড়িত করতে পারি না। আর তাই শব্দগুলোর জন্য দরকার হয় আমাদের অঙ্গ-ভঙ্গি, অনুকৃতি ও কণ্ঠস্বরের বক্রতা। 'আমাকে আদর করো না' বাক্যটিকে ধ্বনিখণ্ডের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আরোপ করে কমপক্ষে তিন অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব। বাক্যটিকে বিবৃতিমূলক হিসেবে, এবং বাক্যটির শেষে একবার প্রশ্নবোধক এবং আরেক বার আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিলে একাধিক অর্থ পাব আমরা। কেবল আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে দু'রকম ভাবে বাক্যটিকে উল্লেখ করা সম্ভব, যার এক রকম অর্থ দাঁড়ায়, 'আদর করোই তো', এবং 'একটু আদর করে যাও।' আর এ ভাবেই ভাষার নৈয়ায়িক বৃত্তি সফল হয়।

৮.

আব্বাস (রা.) যানবাহনের একটি দোয়া সঙ্গীদেরকে শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'যে-কেউ যানবাহনে চড়ে এই আয়াতটি ('ছিলাহুল মু'মিন', দোয়ার সংকলন, সংকলক ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, দোয়া নং ১১৬, পৃ. ৮৬-৮৭) পাঠ করবে (অবশ্যই বিশ্বাসের সঙ্গে), তার মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন ক্ষতি হলে সে যেন কেয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চেয়ে নেয়।' এই বাক্যের অর্থ অনেক। একটি অর্থ সবচেয়ে প্রকট যে, যদি মৃত্যু অবধারিত না-থেকে থাকে, তা হলে আর কোন ক্ষতি তার হবে না। তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ যে চাইতে হবে না, এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ক্ষতিপূরণ চেয়ে নেবার কথা বলছেন। এ ক্ষেত্রে বুঝে নেওয়া যায় না যে, তাঁর কাছে ক্ষতিপূরণ চাইবার কোন সুযোগ রয়েছে,

যা ঐ বাক্যে সরাসরি বলা হয়েছে। তা ছাড়া, 'বিশ্বাস' নামক বিমূর্ত একটি পরিস্থিতির সঙ্গে শর্তটির সংযোগ ক্ষতিপূরণ না-দেবার জন্যে যথেষ্ট।

৯.

'নকিব খান, আইয়ুব বাচ্চুর মতো শিল্পীরা সেখানে গাইবেন' বাক্যটির একাধিক অর্থ রয়েছে— ক. নকিব খান, আইয়ুব বাচ্চু গাইবেন, এবং তাঁদের মানের শিল্পীরা গাইবেন। খ. নকিব খান, আইয়ুব বাচ্চু গাইবেন না, তাঁদের মানের শিল্পীরা গাইবেন।

১০.

'আস্তে কথা বলো'র অর্থ কেবল এই নয় যে, 'নিম্নস্বরে কথা বলো'; এর অর্থ এমনও হতে পারে, তুমি এত দ্রুত কথা বলছ যে, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, তাই ধীরে কথা বলতে বলছি। আর আমি যে তোমাকে আস্তে কথা বলতে বলছি, তাতে কারও বোঝার উপায় নেই যে, তোমার কণ্ঠস্বরের মাত্রা তখন কোন্ পর্যায়ে ছিল, আর প্রত্যাশিত পর্যায়টাই বা কী?

১১.

আত্মনিবেদন করতে চাইলে 'সম্পর্কটা দ্বিপাক্ষিক হওয়া উচিত', এই কথা জানিয়েছিলেন কোন এক নারী একজন লেখককে। লেখক ভেবেছিলেন তাৎক্ষণিক ভাবে, ঐ নারী বুঝি-বা সম্পর্কটাকে দ্বিপাক্ষিক করতে চান। এই 'উচিত' যে 'ন্যায়সঙ্গত' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি, তা মুহূর্তের আবেগে ভুলে ছিলেন তিনি। অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলেন, এই বাক্যটির অর্থ ছিল: 'সম্পর্কটি দ্বিপাক্ষিক নয়, এবং দ্বিপাক্ষিক না-হলে কোন সম্পর্ক দাঁড়ায় না।'

একই ভাবে, নৃবিজ্ঞানের শিক্ষক মানসকুমার চৌধুরীর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর এক শুভার্থী মন্তব্য করেছিলেন: 'তিনি এত বেশি ধূমপায়ী যে,

তাঁর অসুস্থ হওয়াই উচিত।' এই কথা শুনে কেউ জানতে চাইতেই পারেন যে, 'ধূমপানের কারণে তাঁর অসুস্থ হওয়াটা কি ন্যায়সঙ্গত, না স্বাভাবিক?'

অন্য দিকে, 'আমাদের বিয়ে করা উচিত' মানে সব সময়ে এই নয় যে, আমরা একে অপরকে বিয়ে করবার কথা বলছি। 'আমরা বিয়ে করার জন্যে যথেষ্ট উপযুক্ততা অর্জন করেছি', এমনও তো বোঝাতে পারে ঐ বাক্য।

১২.

'চৌচালা' শব্দটি কোন্-কোন্ পদ মিলে তৈরি হয়েছে যদি জানতে চাই কোন শিক্ষার্থীর কাছে, তা হলে সে নিশ্চিত ভাবেই জানাবে যে, 'চৌ (চার) চালের সমাহার' অথবা 'চৌ (চার) চাল যে-ঘরের', দুটি ব্যাসবাক্যই সমর্থনযোগ্য। প্রথমটি দ্বিগু সমাস, দ্বিতীয়টি সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি। শব্দটি যদি কখনও সমাস নির্ণয়ের জন্যে পরীক্ষায় আসে, তা হলে শিক্ষার্থীরা একে কী ভাবে চিহ্নিত করবে? প্রশ্নকর্তার অভিপ্রায় কি বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে 'চৌচালা' শব্দটি থেকে?

১৩.

সেলিম আল দীন একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ডাক্তারদের দেখা মিলছিল না প্রত্যাশা অনুযায়ী। কবি মাহবুব মোর্শেদকে তিনি বললেন, 'গিয়ে বল, ড. সেলিম আল দীন এসেছেন।' মাহবুব জানিয়েছিল, এতে বেশ ফল পাওয়া গেল, এক চিকিৎসক সেলিম আল দীনকে 'স্যার, স্যার' বলে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন তাঁকে চিকিৎসক ভেবে!

অন্য দিকে, বাংলা একাডেমী থেকে জানুয়ারি ১৯৯৮-এ প্রকাশিত একটি গ্রন্থ 'শব্দার্থবিজ্ঞানের ভূমিকা', যার মলাটের গায়ে লেখকের নাম লেখা আছে 'ডাঃ জাহাঙ্গীর তারেক'। একজন চিকিৎসক ভাষাবিজ্ঞানের ওপর এমন চমৎকার একটি বই লিখেছেন, ভাবতে অবাক লাগে পাঠকের! অবশ্য ভেতরের পাতায় গ্রন্থ-নামের নিচে লেখক-নাম, এবং মলাটের যে-অংশটুকু বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় লেপটে থাকে, সেখানে লেখকের জীবন-

বৃত্তান্তে পাঠকগণ জানতে পারেন: মলাটের উপরে যে-চিকিৎসকের নাম লেখা রয়েছে, তিনি ফরাসি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটে, এবং তিনি তুলনামূলক সাহিত্যে ডি.লিট. উপাধি অর্জন করেন!

১৪.

'আমি তাঁকে মাতাল অবস্থায় দেখেছি', বাক্যটির অর্থ এমন হতে পারে যে, 'তিনি মাতাল ছিলেন, এমন অবস্থায় তাঁকে দেখেছি' অথবা 'আমি মাতাল ছিলাম এবং সেই অবস্থায় তাঁকে আমি দেখেছি।'

১৫.

'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে' বাক্যটিতে প্রথমত এমন অর্থ আমরা পেতে পারি যে, 'তুমি আমাকে ভালোবাসবে, সেই আশায় আমি তোমাকে ভালোবাসি এমনটি নয়।' আবার আমরা জানি, ভালোবাসি বলেই কখনও বা কেঁদে ফিরে আসতে হয়, ক্রমাগত ভালোবেসে প্রত্যাখ্যাত হতে হয় কখনও। আমাদের সেই রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জানাশোনা আমাদেরকে কি সেই বোধে নিয়ে যায় না কখনও যে, আমি যেমন তোমাকে ভালো-বাসব বলে তুমি আমাকে ভালোবাসছ না, তেমন ভাবে এমনটিও হওয়া সম্ভব, 'তুমি আমাকে ভালোবাসবে বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি না' (তবে কি, 'ভালো না-বাসলে আমি তোমাকে ভালোবাসতাম', এমন প্রশ্নও জাগিয়ে তোলে বাক্যটির এমনতরো ব্যাখ্যা)।

১৬.

'অমুক শ্যাম্পু, সিল্কি চুলের জন্যে' বাক্যটির অর্থ ঠিক কী, তা ঠিকঠাক বুঝতে পারা মুশকিল। 'যারা সিল্কি চুল পেতে চায় তাদের জন্যে এই শ্যাম্পু', নাকি 'যাদের চুল সিল্কি, তাদের জন্য এই শ্যাম্পু।' প্রথম অর্থটি

যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়, কারণ সেখানে একটা নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে যে, এই শ্যাম্পু ব্যবহারে আপনার চুল সিল্কি হবে। দ্বিতীয় অর্থে বাক্যটিকে গ্রহণ করলে বোঝা যায় এর ভোক্তা কেমন হবে, কিন্তু তাদের সিল্কি চুলের তাতে কী পরিবর্তন হবে, তার নির্দেশনা নেই। এই বাক্যটিকে যদি প্রথম অর্থে আমরা নিই, তা হলে 'ড্রাই স্কিন-এর জন্যে অমুক ক্রিম' বাক্যটিকে কী অর্থে নেব? ড্রাই স্কিন কি কেউ পেতে চায়? যদি না-চায়, সে ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে নির্দেশনা থাকছে না, এটা ড্রাই স্কিনকে কি সুরক্ষা দেবে। ফলে দু'রকম করেই বুঝে নেবার সুযোগ এখানে রয়েছে।

১৭.

শাহরুখ খান তাঁর ভক্তদের উদ্দেশে বললেন, 'আমার স্ত্রীর সাথে বনিবনা খুব ভালো, চাইলে যে-কোন মেয়েই আমাকে বিয়ে করতে পারো।' শাহরুখের এই বাক্য জানিয়ে দেয়, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ভালো বনিবনার খবরটি, বাকি কথাগুলো কেবলই রসাত্মক এবং তাৎপর্যহীন। তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে তা বুঝে নিতে গেলে ব্যর্থ হবে যে-কোন ভক্তের প্রয়াস, সন্দেহ নেই।

১৮.

'অমুক স্যার নিজেই পড়ান' বাক্যটি দু'রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে আমাদের মনে। প্রথমত আমরা যারা এখনও জানি না, এই শহরের কোন-কোন শিক্ষক ক্যাসেট প্লেয়ার-এর মাধ্যমে বিদ্যা বিতরণ করেন, তাদের কাছে 'নিজেই পড়ান' শব্দটি রহস্যময়, অস্পষ্ট। নিজে না-পড়িয়ে অন্য ভাবে পড়ানো যায় নাকি— এই প্রশ্নটাই ঘুরতে থাকে তাদের মনে। আর যারা আমরা জানি বিষয়টি, তাদের কাছে ঐ শিক্ষকের মহিমা ধরা পড়ে, কারণ তিনি 'নিজেই পড়ান' এবং খবরটিতে আমাদের আপ্লুত হবার সম্ভাবনা থাকে তখন।

১৯.

'মুনমুনকে মণি বিয়ে করেছে' বাক্যটির অনেক রহস্য রয়েছে। আমরা যারা একাধিক মুনমুনকে চিনি, যার সঙ্গে মণি নামের ছেলেটির বিয়ে হতে পারত, তারা আসলে জেনে নিতে পারি না যে, মণি ঠিক কোন্ মুনমুনকে বিয়ে করল। একই ভাবে, যারা একাধিক মণিকে চিনি, তারা বুঝতে পারি না কোন্ সে 'মণি'। শব্দের বাইরেও অনেক খবরের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যায় এই বাক্য। কারণ প্রসঙ্গের সঙ্গে আমাদের এক ধরনের প্রত্যক্ষতা রয়েছে। আর যাঁরা এই বাক্যের শব্দগুলোর সঙ্গেই পরিচিত, এর পাত্র/পাত্রীর সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক নেই, তাঁরা ভাবতে পারেন (দু'জনকেই নারী ভেবে) এমনও যে, বাংলাদেশ এই বিয়ের বৈধতা দেবে কি না!

২০.

'পেট ভরলেও মন ভরবে না' বাক্যটির অর্থ এই যে, 'খাবারটি এত সুস্বাদু যে, পেট ভরে গেছে, আর মন চাইছে আরও খাই।' অথবা 'খাবারটি তেমন ভালো নয় যে তা মনটাকে ভরিয়ে দেবে, ওতে পেট ভরতে পারে মাত্র।'

২১.

'তোমার দেখা না-পাওয়াটাই আমার ভালো ছিল' বাক্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, 'তোমার দেখা আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু তা কোন ভালো ফল বয়ে আনেনি আমার জন্যে।' তবে এমন কি হতেই পারে না যে, 'তোমার দেখা পাওয়ার চেষ্টা আমি করিনি, কারণ তোমার দেখা না-পাওয়াটাই আমার ভালো ছিল।' অবশ্য, এটা রহস্যময় যে, তোমাকে আমি যদি না-ই দেখি, তা হলে কী করে তোমাকে এতটাই চিনে নেব, আর বুঝে নেব যে, তুমি লোকটা ঠিক আমার নও!